SEC-HUMAN RIGHTS SEM-VI

1.মানবাধিকার বলতে কি বোঝ?

মানবাধিকার বলতে সেই সমস্ত ন্যুনতম অধিকারগুলিকে বোঝানো হয় যেগুলি না থাকলে মানুষ তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না। আত্মমর্যাদা নিয়ে জীবনধারণের অধিকার, স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারগুলিই হল মানবাধিকারের গুরুত্বপুর্ণ অংশ।

2.মানবাধিকারের দুটি বৈশিষ্ট চিহ্নিত কর।

মানবাধিকারের দুটি বৈশিষ্ট হলঃ

১। পৌর, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার মানবাধিকারের অংশ।

২। এই অধিকারগুলিকে একদিকে রাষ্ট্রের অনভিপ্রেত নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন অন্যদিকে এগুলির সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধান করাও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলে স্বীকৃতি পাওয়া প্রয়োজন।

3.সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে?

১। মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (১৯৪৮)

২।গণহত্যাবিরোধী চুক্তি।(১৯৪৮)

৩।উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা বিষয়ক চুক্তি(১৯৬০)

৪।জাতিগত বৈষম্য দুরীকরণ বিষয়ক ঘোষণা (১৯৬৩)।

4.UDHR কী?(2) UDHRর উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।(৫/৪)

Universal Declaration on Human Rights বা UDHR 10 December 1948 সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় মানবাধিকার সম্পর্কিত এই বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়।

এই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রের দ্বারা সারা বিশ্বের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একাধিক অধিকারের মৌলিকত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।প্রত্যেক দেশের রাষ্টকর্তৃ্ত্বের কর্তব্য হল এই ঘোষণাপত্র মেনে চলা।জাতিপুঞ্জের সদস্যমাত্রই এই দায়িত্ব স্বীকারে বাধ্য।UDHRর গুরুত্ব অপরিসীম। এর ধারাগুলিতে মানূষে্র সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈ্তিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ঘোষণাপত্রটিকে জাতিপুঞ্জ বিশ্বজুড়ে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে, যদিও তা বাধ্যতামুলকভাবে কোন রাষ্ট্রের উপর প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আইনগত ও রাজনৈ্তিক সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তা রাষ্ট্রের সার্বভৌম এক্তিয়ারের ধারণার সঙ্গে তত্ত্বগত ও প্রয়োগগতভাবে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। ঠান্ডা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাতিপুঞ্জের দ্বারা মানবাধিকার রক্ষায় হস্তক্ষেপকে সাধারণ ভাবে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হত।তবে বিশ্বজুড়ে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ ও অন্যান্য ধারণার ভিত্তিতে বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্রটি কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের ক্রমাগত চাপ ও লড়াই এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন আন্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ Council of Europe 1950 সালে রোমে European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms গ্রহণ করে।

5.ভারতের বিশেষ উল্লেখসহ মানবাধিকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উপর একটি টীকা লেখ.৮/১০

বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের অনেক অধিকারকে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে।সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের এই অধিকারগুলি মৌলিক অধিকার নামে পরিচিত।এই ছটি মৌলিক অধিকার ছাড়াও সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।অর্থাৎ এই অধিকারটি ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষক বা রক্ষাকর্তা হিসাবে কাজ করেছে।সংবিধানের চতূর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গড়ে তূলে জনকল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হবে (৩৮(১)নং ধারা)।

৪২ তম সংবিধান সংশোধন আইনে বলা হয়েছে যে স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাধীন পরিবেশে শিশুরা যাতে বড়ো হওয়ার সূযোগ পায়, শৈশব ও যৌবন যাতে শোষণ ও দূর্দশামূক্ত হয় সেজন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪১ নং ধারা অনূযায়ি রাষ্ট্র তার অর্থনৈ্তিক ক্ষমতার অনূপাতে শিক্ষা ও কর্মের অধিকার প্রদান করবে এবং বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে ও অক্ষমতায় সাহায্য দান করবে।

রাষ্ট্র জনগণের পূষ্টি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এবং জনস্বাস্থের জন্য সচেষ্ট হবে এবং ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত নয় এমন সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানিকর উত্তেজক পানীয় ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে (৪৭ নং ধারা)।

এছাড়া সংবিধানে ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকারসহ বেশ কিছু অধিকার স্বীকৃ্তি পেয়েছে।তফশিলি জাতি ও উপজাতি এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে।যেমন তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন, মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন ইত্যাদি গঠিত হয়েছে।

ভারতে মানবাধিকার সুরক্ষিত করার জন্য ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার সুরক্ষা আইন এবং মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানবাধিকার সুরক্ষা আইন মানবাধিকারকে শূধুমাত্র ভারতীয় আইনের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেনি, তা বিশ্লেষিত হয়েছে আন্তর্জাতিক কোভেনান্টের পরিপ্রেক্ষিতে।১৯৯৩ সালের আইনে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মানবাধিকারকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এইভাবে যে, মানবাধিকার হল মানূষের জীবন, স্বাধীনতা, সমতা ও ব্যক্তির মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকার যা ভারতীয় সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে অথবা আন্তর্জাতিক কোভেনান্টে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।

ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণের কতকগুলি পদ্ধতি বিদ্যমান আছে।

ভারতে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবন ধারণের মান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়।তাই মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি এখানে বহুমূখী।উদাহরণস্বরূপ এখানে একই সঙ্গে সাম্যের অধিকারের রক্ষা এবং বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়।

ভারতের নাগরিকদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার স্বীকৃ্তি পেয়েছে।ভারতের কোনো নাগরিকের কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে এই অধিকারের মাধ্যমে তার প্রতিবিধান ও প্রতিকার পাওয়া যায়।

ভারতে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সাথে বিচার বিভাগও বিভিন্ন রায়ে মানবাধিকার রক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতার বিস্তার ঘটিয়ে পূরসমাজকে উন্নত করতে পারলে মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি আরও সাফল্য পাবে।

6.জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন, কার্যাবলি উল্লেখ কর.২/৪/৫/১০